দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ১.....

রাধাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়

এসএসসি পরীক্ষায় পাইকারীভাবে অকৃতকার্য ছাত্রীদের অভিভাবক-অভিভাবিকারা বিদ্যালয়ে তালা ঝুলাইয়া দিয়াছেন। এই বিদ্যালয়টির নাম রাধাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়। জেলা ময়মনসিংহ। এবার এই বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল ১৪ জন ছাত্রী। ইহাদের একজনও পাস করে নাই। গত বছর অবতীর্ণ হইয়াছিল ১৯ জন। তবে তাহাদের মধ্যে ২ জন পাস করিয়াছিল। এবার একজনও পাস না করায় সকল অভিভাবক বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং ইহার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকাকে দায়ী করিয়াছেন। সংবাদে আরো উল্লেখ করা হইয়াছে, ময়মনসিংহের এই বালিকা বিদ্যালয়ে বিক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা যখন বিদ্যালয়ে তালা ঝুলাইয়া দেন তখন তাহাদের সঙ্গে ছিল ছাত্রী ও স্থানীয় সাধারণ মানুষেরা।

রাধাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলে ছাত্রীদের অভিভাবক-অভিভাবিকারাই নয়, এলাকার সাধারণ মানুষেরাও অসন্তুষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কেন্দ্র। বার-তের বছর বিদ্যালয়ে পড়াশুনার পর তাহারা এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। সকল ছাত্র-ছাত্রীর মেধা ও পরীক্ষা প্রস্তুতি সমান হয় না। সে কারণে মেধাবীরা যেখানে ৯টার মার্কসহ তালিকার উচ্চস্থান লাভ করে তখন কম মেধার ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ কিংবা পাস করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। এই ধরনের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে অভিভাবকেরাও ইহার বেশী আশা করে না। কিন্তু দীর্ঘ এক যুগ কিংবা তাহারও বেশী সময় বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার পর সন্তান বিদ্যালয়ের দেওয়াল টপকাইতে ব্যর্থ হইবে ইহা কেহ মানিয়া নিবে না। ময়মনসিংহের রাধাসুন্দরী বিদ্যালয়ের অকৃতকার্য ছাত্রীদের অভিভাবকেরা সেজন্যই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে, তাহা হইলে শিক্ষিকারা এতদিন কি শিখাইয়াছে? তাহাদের মনে এ প্রশ্ন জাগা অবান্তর নয় তাহা স্বীকার করি। কিন্তু এখন ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পাঠ্য বইয়ের যে চাপ তাহাতে ক্লাসের মাত্র কয়েক ঘন্টার প্রশিক্ষণ ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়ার জন্য যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। যদিও ছাত্র-ছাত্রীদের কৃতকার্য হওয়ার পশ্চাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা মুখ্য। বার-তের বছর শিক্ষক-শিক্ষিকারা সঠিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ভিত রচনা করিয়া দিলে তাহাদের এসএসসিতে অকৃতকার্য হওয়ার কথা নয়। তাহা ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীরা টেষ্ট পরীক্ষা দিয়া চূড়ান্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। ইহার পর অন্তত পাসতো আশা করা যায়। অন্যদিকে রাধাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের দুই বছরের ফলাফল দেখিয়া মনে হয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান অত্যন্ত খারাপ। অন্যদিকে সেখানে মেধাহীন ও অপগন্ড ধরনের ছাত্রীরা একত্রিত হইয়াছে। ছাত্রীদের এই অকৃতকার্য হওয়ার পিছনে অভিভাবকদের ভূমিকাও নিতান্ত কম নয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা পাইকারীভাবে অকৃতকার্য হওয়ায় অভিভাবক-অভিভাবিকারা বেজায় ক্ষুব্ধ হইয়া বিদ্যালয়ে তালা ঝুলাইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা পূর্বে যদি বিদ্যালয়ে আসিয়া সন্তানদের ঠিকমত পড়ানো হইতেছে কিনা, তাহা দেখিতেন এবং ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের বাইরের পড়াশুনা তদারক করিতেন তাহা হইলে ছাত্রীদের ফলাফল কিছুতেই এ রকম হইতে পারিত না ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়। তাঁহারা ভুলিয়া যান, বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা পাঠ্য বিষয় বুঝাইয়া দেন। ছাত্র-ছাত্রীদের ঐ বিষয়গুলি বাড়ীতে অব্যাহত চর্চার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে আয়ত্ত করিতে হয়। সে জন্য গৃহ এখন তুলনামূলকভাবে বড় শিক্ষাকেন্দ্র।

গত বছরও দেশের বহু বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রাধাসুন্দরী বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মত অকৃতকার্য হইয়াছিল এবং ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকেরা দেশব্যাপী সকলের ধিক্কার পাত্র হইয়াছিলেন। সকলে আশা করিয়াছিল ঐ শিক্ষকেরা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইবেন এবং প্রতিষ্ঠানের কোন ছাত্র বেশী ভাল ফল না করুক, অন্তত অকৃতকার্য আর হইবে না। রাধাসুন্দরী বিদ্যালয়ের ব্যাপারেও আমাদের একই প্রত্যাশা। বিদ্যালয়ের কোন ছাত্রী যেন ভবিষ্যতে আর অকৃতকার্য না হয়, শিক্ষিকা ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামীতে সে দায়িত্ব পালন করিবেন। দেশে এই রকম খারাপ ফল করা বহু স্কুল আছে, সেগুলি সম্পর্কেও একই প্রত্যাশা আমাদের। শিক্ষকরা দায়িত্বহীন হিসাবে বিবেচিত হইলে সমাজে এখনও তাহাদের যে বিশেষ মর্যাদা আছে তাহা আর থাকিবে না। ইহা রক্ষা করার দায়িত্ব তাহাদেরই।